| প্রথম আলো |

তারিখ ... AUG. 29. 2006 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১ ...

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির 'কোটা' নিয়ে ছাত্রদল-ছাত্রশিবির উত্তেজনা

ভিক্টোরিয়া কলেজে অচলাবস্থা, আজ বৈঠক

কুমিল্লা অফিস

কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির কোটা নিয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। নির্ধারিত আসনের চেয়ে অতিরিক্ত ১৮৩ জন শিক্ষার্থী ছাত্রদল ভর্তি করাচ্ছে বলে অভিযোগ এনে ছাত্রশিবির গত শনিবার কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তাক আহমেদকে তার বাসায় দিনভর অবরুদ্ধ করে রাখে। তারা ভর্তি কমিটির সভাপতি মো. আবদুর রশিদের বাসায় গিয়ে তাকে কলেজে না আসার জন্য হুমকি দিয়ে আসে।

ছাত্রদল তাদের ১৮৩ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করানোর দাবিতে গত রোববার কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শাখার বিভিন্ন ভবন তালাবদ্ধ করে রাখে। তারা অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ তালাবদ্ধ রাখবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। এ পরিস্থিতিতে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রমে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

ছাত্রদল-ছাত্রশিবির গতকাল সোমবারও ক্যাম্পাসে মারমুখী অবস্থানে ছিল। কলেজের শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসানাত মো. মাহবুবুর রহমান গতকাল বলেন, আগামীকাল মঙ্গলবার (আজ) বেলা ১১টায় পরিষদের বৈঠক। সেখানে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে।

কলেজ কার্যালয় থেকে জানা যায়, ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে মোট আসন সংখ্যা এক হাজার ২০০। এর মধ্যে এক হাজার ১২৩টি আসন পূর্ণ হয়। বাকি ৭৭টি আসন খালি থাকে। পরবর্তী সময়ে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের মৌখিক অনুমতিতে ১০ শতাংশ আসন বাড়ানো হয়। এতে ১২০টি আসন বাড়ে।

সব মিলিয়ে ১৯৭টি আসন ছাত্রদল, ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগ ভাগ করে নেয়। এর মধ্যে ছাত্রদল ৭৭, ছাত্রশিবির ৭৭ ও [illegible]

বরাদ্দ করা আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করালেও ছাত্রদল তা করেনি। তারা আরও ১০৬ জনের তালিকা ভর্তি কমিটির সভাপতির কাছে দিয়েছে বলে, কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি নিজাম উদ্দিন কায়সার জানান। ভর্তি কমিটির সভাপতি আবদুর রশিদ বলেছেন, আমরা এখনো ওই শিক্ষার্থীদের ভর্তি করাইনি। তবে ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের আসনগুলোর রোল নম্বর দেওয়া হয়েছে।

ওই ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রশিবির গত শনিবার সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান, জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি পেশ, সংবাদ সম্মেলন, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ ও বিক্ষোভ সমাবেশ।

ছাত্রশিবিরের ওই আন্দোলনে বহিরাগত ক্যাডার ও বিভিন্ন প্রাইভেট কলেজের শিবির ও জামায়াতপন্থী শিক্ষকেরা উপস্থিত ছিলেন বলে কলেজ ছাত্রদল ও জেলা ছাত্রলীগ অভিযোগ করেছেন। তারা অধ্যক্ষকে অবরুদ্ধ করে রাখার নিন্দা জানিয়েছেন।

এ পরিস্থিতিতে গত শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে একাডেমিক কাউন্সিলের এক জরুরি সভা হয়। এতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ছাত্র সংগঠনগুলো একমত না হলে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হবে না।

ছাত্রশিবির বহিরাগত ক্যাডার ও দলবল নিয়ে মাইক লাগিয়ে শনিবার সকাল নয়টায় অধ্যক্ষের বাসভবনের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এরপর সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত কলেজ অধ্যক্ষকে তার বাসভবনে অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে তারা কলেজ ক্যাম্পাসে মিছিল করে। এতে সভাপতিত্ব করেন ভিক্টোরিয়া কলেজ ছাত্রশিবিরের সভাপতি মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম। শিক্ষকেরা অভিযোগ করেন, ছাত্রশিবির গত শনিবার রাতে [illegible]

শিক্ষকদের বাসায় গিয়ে হুমকি দেয় এবং অশালীন ভাষা[illegible] গালিগালাজ করে।

ভর্তি কমিটির সভাপতি আবদুর রশিদ বলেন, গত শনিবা[illegible] ফজরের নামাজের পরপরই ছাত্রশিবিরের মোহাম্মদ হোসেন না[illegible] এক কর্মী মোটরসাইকেল নিয়ে শহরের আদালতপাড়ায় তা[illegible] বাসায় এসে তাকে কলেজে না যাওয়ার জন্য বলে আসে।

ছাত্রশিবিরের কলেজ শাখার সভাপতি আবদুল কাইয়ু[illegible] বহিরাগত ক্যাডার নিয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে সমাবেশ করেনি[illegible] বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, যারা শিবিরের সমাবেশে ছি[illegible] তারা কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং ভিক্টোরিয়া কলেজের ছা[illegible] সংসদের নেতা।

জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান মি[illegible] কলেজ অধ্যক্ষকে অবরুদ্ধ করে রাখায় নিন্দা জানিয়েছেন। তি[illegible] ১৮৩ জন অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান[illegible]

কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি নিজাম উদ্দিন কায়সার বলে[illegible] ছাত্রশিবির ৭৭ জন ও ছাত্রলীগ ৪৫ জন অতিরিক্ত শিক্ষার্থী[illegible] ভর্তি করিয়েছে। ছাত্রশিবিরকে ১৮৩ জনের মধ্যে অর্ধেক সিট [illegible] দেওয়ার কারণে তারা অধ্যক্ষকে অবরুদ্ধ করে রাখে। তি[illegible] অধ্যক্ষকে অবরুদ্ধ করে রাখার নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন[illegible] শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে অতিরিক্ত ১৮৩ জন শিক্ষা[illegible] ভর্তির সিদ্ধান্ত হয়।

কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করে[illegible] তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে কলেজের উপাধ্যক্ষ মো[illegible] রেজাউল করিম ভূঁইয়া জানান, একদল চায় আসন বাড়াতে[illegible] আরেক দল চায় আসন সীমিত রাখতে। কারা আসন বাড়াতে চা[illegible] আর কারা আসন সীমিত রাখতে চায়—এ প্রশ্নের জবাবে তি[illegible] কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তিনি বলেন, সব দল মতৈক্যে[illegible] এলেই আমরা কেবল আসন নিয়ে কথা বলতে পারি[illegible]